বেদে সম্প্রদায়ের ভ্রাম্যমান বিদ্যালয় কর্মসূচী এবং প্রাথমিক শিক্ষায় বেদে শিশুদের অন্তর্ভূক্তকরণ

আয়োজনেঃ গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি
বাড়ী নং-৯৩, রোড নং-১
মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

সহায়তায়ঃ একশনএইড বাংলাদেশ
বাড়ী নং-০৮, রোড নং-১৩৬ গুলশান-১, ঢাকা।

উপস্থাপনায়ঃ
মোঃ কামরুল হাসান

এই প্রবন্ধটি গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির আয়োজনে এবং একশনএইড বাংলাদেশের সহায়তায় মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় **"প্রাথমিক শিক্ষায় বেদে শিশুদের অন্তর্ভূকরণ"** শীর্ষক কমিউনিটি এ্যাডভোকেসি-তে উপস্থাপনের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

০২ নভেম্বর, ২০০৮

ভূমিকা

যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ের শিশুরা নৌকায় ও তাবুতে তাদের বাবা মায়ের সাথে বছরের ১০ মাসই ঘুরে বেড়ায় তাই তারা তাদের যাযাবর জীবনের কারণেই শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে যেতে পারেনা। ফলে তারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বাদ পরে যায়। যাযাবর হবার কারনে বাংলাদেশের প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা এই ৮ লাখেরও বেশী বেদে জনসংখ্যার মাঝে শিক্ষার প্রদীপ এখনও জ্বালাতে পারেনি। তাই "যারা বিদ্যালয়ে যেতে পারেনা, বিদ্যালয়কে তাদের কাছে যেতে হবে, তাদের শিক্ষিত করতে হবে"-এ ধারণার উপরই গড়ে উঠেছে যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ের ভ্রাম্যমান বিদ্যালয় কর্মসূচী।

গ্রামীণ ট্রাস্ট এর আর্থিক সহায়তায় ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ড় গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির গবেষকগণ একটি গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে যার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যাযাবর বেদে সম্প্রদায়কে অন্র্ড়ভূক্ত করার জন্য কৌশল অনুসন্ধান, তাদের টেকসই উন্নয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করা, তাদের মানবিক উন্নয়ন পরিস্থিতি বিশেণ্ডষণ এবং এ সম্প্রদায়ের উন্নয়নের সম্ভাবনাগুলো খোঁজা। ২০০২ সাল থেকে একশনএইড বাংলাদেশ এর সহায়তায় বেদে শিশুদের জন্য ভ্রাম্যমান বিদ্যালয় বা মোবাইল স্কুল পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে একশনএইড বাংলাদেশের সহায়তায় গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি ৫ টি মোবাইল স্কুল পরিচালনা করছে।

বেদে সম্প্রদায়ের পরিচিতি ও তাদের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি

বাঙালী জনগোষ্ঠীর কাছে বেদে সম্প্রদায় যাযাবর জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। এই সম্প্রদায় "বেদে" শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আরবি শব্দ "বেদুইন" এর সাথে এর সামঞ্জস্য খুজে পায় এবং যার ফলে বেদেরা মনে করেন যে তারা আরবের বেদুইনদের বংশধর এবং আরব থেকেই তাদের উৎপত্তি। যদিও বাংলাপিডিয়ায় বেদেদের উৎপত্তিস্থল হিসাবে বার্মার মনতং আদিবাসী সম্প্রদায়কে বলা হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্যবসা, তাবিজ কবজ বিক্রী, সাপের কামড়ের চিকিৎসা করা, সাপের খেলা দেখান, সাপের ব্যবসা করা, আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যসেবা, সিঙ্গা লাগানো, ভেষজ ঔষধ বিক্রি, মৃত পশুর শরীরের অংশ ব্যবহার করে বা গাছগাছরা ব্যবহার করে ঔষধ তৈরী করে বিক্রি করা বা কবিরাজী, বানর খেলা দেখানো, জাদু দেখানো ইত্যাদি। সাম্প্রতিক এক বেসরকারী জরিপ অনুযায়ী বেদেদের সংখ্যা ৮ লক্ষ। বেদেরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ১৬ হাজার ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বছরে প্রায় ১০ মাসই ঘুরে বেড়ায়।

বেদেরা দারিদ্রের কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মূখীন হয় যেমন- স্বাস্থ্য সেবা গ্রহন, বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো, খাদ্য সংগ্রহ ইত্যাদি। বেদেদের শতকরা ৯৮ ভাগেরও বেশী দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে অর্থাৎ মাথাপিছু আয় দিনে এক ডলারের কম। যে সকল বেদেরা নৌকায় বাস করে তাদেরকে নদীর পানিতেই পায়খানা ও প্রস্রাব করতে হয় এবং ঐ পানি দিয়েই সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুতে হয়, খাবার আগে-পরে হাত ধুতে হয়, গোসল করতে হয় এবং রান্না বাড়ার কাজে ব্যবহার করতে হয় এবং কখনো কখনো টিউবওয়েলের পানি না পেলে খেতে হয়। এই অভ্যাস চার পাশের পরিবেশকে দূষিত করে। যে সকল বেদেরা দেশব্যাপী ঘুরে বেড়ায় তাদের বাচ্চারা ভেকসীন ও স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। বেদেরা কখনো খারাপ আবহাওয়ার কারনে বিপদগ্রস্ড় হয়। অনেক সময় তাদের নৌকা ঝড়, অতিবৃষ্টি ও বাতাসের কারণে নদীতে ডুবে যায়। যেহেতু তারা ছোট ও অনিরাপদ নৌকায় বাস করে, সেহেতু নদীর পানিতে তাদের শিশুরা ডুবে যাওয়ার ঝুকি থাকে এবং এটা এই সম্প্রদায়ের সাধারণ চিত্র।

বেদেদের চাকুরীর ক্ষেত্রে এবং সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে কোন কোটা নাই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে বেদেদেরকে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হিসেবে ধরা হয় না বা তাদের জরীপের আওতায়ও কখনো আনেনা। তাই বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের জন্য যে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম শুর" হয়েছে তারা তার সবকটি সুবিধা পাওয়া থেকে বেদেরা বঞ্চিত হচ্ছে। বেশীর ভাগ বেদেরই চাষের ও বাস করার জন্য কোন জমি নেই। যদিও বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার খড়িয়া, কনকসার ও গোয়ালীমান্দ্রায় অল্প কিছু বেদে জমি কিনে বাড়িঘর করছে। তারা যেহেতু নিরক্ষর তাই জাতিপেশা অর্থাৎ সাপ সংশিণ্ডষ্ট ব্যবসা, প্রথাগত চিকিৎসা সেবা, তান্ত্রিক সেবা, চুড়ি-ফিতা-খেলনা বিক্রি ব্যতিত অন্য কোন ব্যবসায় জড়িত হওয়ার সুযোগ তাদের খুবই কম রয়েছে। তাদের পেশার সামাজিক কোন মূল্য নেই তাই মানুষ তাদের সেবার জন্য খুবই সামান্য পরিমান টাকা দিয়ে থাকে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষার উন্নয়ন-এর সাথে সাথে বেদে সম্প্রদায়ের পেশাগত সেবার চাহিদা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে ফলে ঐতিহ্যগত জীবিকার উপায়গুলো দ্বারা আয় ক্রমাগতহারে কমে যাচ্ছে। আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং নিরক্ষরতার কারনে বিকল্প আয়ের রাস্ড়া না থাকায় তাদের জীবনও ধীরে ধীরে দূর্বিসহ ও অচল হয়ে যাচ্ছে। তাই ভ্রাম্যমান প্রকৃতির কোন কার্যক্রম ও তাদের জন্য টেকসই জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি, তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা, তাদের মানবিক মর্যাদা ধরে রাখা এবং মানবিক নিরাপত্তাহীনতা কমানোর মাধ্যমে এই সম্প্রদায়ের বর্তমান সমস্যা সমূহ সমাধান করা সম্ভব হবে। সরকার, আন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং যাযাবর বেদে সম্প্রদায় যদি নিজেরাই তাদের সম্প্রদায়ের মানবিক অবস্থার উন্নয়নে এগিয়ে আসে তাহলেই একমাত্র এদের জীবন-জীবিকার এ সমস্যা গুলোর দ্র"ত সমাধান হতে পারে।

বেদে সম্প্রদায় বাংলাদেশের সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে অন্যতম। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে তারা এখনো সম্ভাবনাহীন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন ব্যবস্থা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা প্রভাবিত ধ্যানধারণা এবং অনেকক্ষেত্রেই অবৈজ্ঞানিক পেশায় নিয়োজিত।

হত দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারিভাবে অনেক উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে কিন্ডু কোন প্রকল্পেরই সুফল বেদেদের কাছে পৌঁছেনি। এই অবহেলিত সম্প্রদায়ের জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয়েছে অত্যন্ড় দারিদ্র এবং অবর্ননীয় কষ্টকর ও নিরাপত্তাহীন জীবন ব্যবস্থা। তারা শিক্ষা, আধুনিক স্বাস্থ্য সুবিধা, এবং নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থতৈিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েই দীর্ঘকাল জীবন যাপন করছে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে তাদের শিক্ষিত হবার, চাকুরী পাবার, স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করা অথবা ভোট প্রদান করার, আধুনিক সমাজিক সেবাসমূহ পাবার বা ব্যবহারের অধিকার আছে। তাই বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারার সাথে বেদে সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করার জন্য বেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম অত্যন্ত জরুরী। এরই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাদের সমাজে শিক্ষা প্রচলনের জন্য সূচিত করা প্রয়োজন হয়েছিল নৌকা বহরের সাথে ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়।

বেদে সম্প্রদায়ের ভ্রাম্যমান শিক্ষা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য

সাধারণ উদ্দেশ্যঃ যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে সাক্ষরতার হার বাড়ানো এবং তাদের আত্নসচেতন হতে সহায়তা করে নিজস্ব ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহঃ ভ্রাম্যমান শিক্ষা কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলোঃ

- ❖ যাযাবর বেদেদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায় হিসেবে ভ্রাম্যমান বিদ্যালয় যে একটি কার্যকর উদ্যোগ এ ধারণার প্রসার ঘটানো ও এর মাধ্যমে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত বেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকরভাবে নিরক্ষরতার হার কমিয়ে আনা।
- ❖ যাযাবর বেদে বহরে ভ্রাম্যমান বিদ্যালয় কর্মসূচী চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশের দরিদ্র যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষামুখী এবং বিদ্যালয়গামী করে তোলে;
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০ এর আওতায় যাতে সরকার সব বেদে শিশুদের বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করে সে বিষয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি করা;
- ❖ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে উলেণ্ঢখ রয়েছে যে রাষ্ট্র আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্ড়র পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করবে। তাই আমাদের এ কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সরকার ও তার উন্নয়ন সহযোগীরা যাতে বেদে শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করে সে বিষয়ে এ্যাডভোকেসি করা;
- ❖ সংবিধানের ১৫ ধারায় উলেণ্ঢখিত জনগনের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর অর্থাৎ শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে রাষ্ট্রের যে মৌলিক দ্বায়িত্বের কথা উলেণ্ঢখ রয়েছে সেটি বাংলাদেশের সরকার ও তার উন্নয়ন সহযোগীরা বেদেদের ক্ষেত্রে কিভাবে বাস্ড়বায়ন করবেন সে বিষয়ে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো।
- ❖ যে সকল বেদে ছাত্র-ছাত্রী ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়ে থেকে কিছুদূর পড়ালেখা করে বর্তমানে বেদে গ্রামে এসে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তারা যাতে কোন বৈষম্য বা অসদাচরনের শিকার না হয় এবং ঝরে না পড়ে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

বেদে সম্প্রদায়ের নৌকা বহরে ভ্রাম্যমান বিদ্যালয় কর্মসূচী পরিচালনার যৌক্তিকতা

সব বেদেরাই বছরের প্রায় ১০ মাস যাযাবর হিসেবে ঘুরে বেড়ায় বা পরবাসে থাকে এবং তারা সাধারনত ২ মাস মাত্র একটি স্থায়ী জায়গায় মিলিত হয় যেখানে কিছু বেদেরা বাস করার জন্য জমি কিনেছে বা কোন ভাবে দখল করেছে। তারা এই জায়গায় মিলিত হয় নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলোর মধ্যে বাৎসরিক সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানের জন্য, নিজেদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য, বিরোধ নিস্পত্তি বা বিচার সালিসের জন্য। যেসব জায়গায় আবহমান কাল থেকে বেদেরা মিলিত হচ্ছে তার অধিকাংশই বিভিন্ন নদী তীরবর্তী খাস জমি বা পতিত জমি বা চর। বর্তমানে এসব খাস জমির আশেপাশে কিছু জমি কিনে কিছু বেদেরা যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের পরিকল্পনা করছে। যদিও জমি ক্রয় ও তাতে ঘড়বাড়ি তৈরীর পরও ঘর তালা বন্ধ রেখে জীবিকার প্রয়োজনে এখনও তাদের ১০ মাস ঘুরে বেড়াতে হয়। তারা একটি খোলা জায়গায় তাদের নৌকার বহর বা তাবু খাটিয়ে অস্থায়ী আশ্রয় গ্রহন করে। একটি বেদে বহর বছরে কমপক্ষে ৯০ টি স্থান পরিবর্তন করে। একই জায়গায় তারা ২-৩ দিনের বেশী থাকে না। এই সম্প্রদায় সব ধরনের সরকারী ও বেসরকারী সেবার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যেমনঃ তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলার মাঠ, পর্যাপ্ত পুষ্টি, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, নিরাপদ পানি, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা এবং পরিচ্ছন্নতা থেকে বঞ্চিত। যে সকল বেদেরা দেশব্যাপী ঘুরে বেড়ায় তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেয়ে শিক্ষাগ্রহনের সুযোগ, টিকা নেওয়ার সুযোগ এবং স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনের সুযোগ থেকে বাদ পড়ে যায়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানুয়ারী মাসে বেদে শিশুদের স্কুলে ভর্তি করতে চায়না কারন শিক্ষকরা জানে যে, দুই মাস পরে বেদেরা বাংলাদেশ ব্যাপী ১০ মাসের জন্য যাযাবর হিসেবে ঘুরতে বের হয়ে যাবে। সুতারাং শিক্ষকরা বেদে শিশুদেরকে স্কুলে ভর্তি হতে অনুৎসাহিত করে এবং বই দিতে অস্বীকার করে। এখনো এই সম্প্রদায়ের ৯৫ শতাংশ লোক নিরক্ষর এবং বেদে নারীদের মধ্যে এই হার আরও বেশী।

বাল্য বিবাহ বেদে সম্প্রদায়ের বড় সমস্যা এবং শিক্ষা, সচেতনতা, জীবন ধারা ও পেশার পরিবর্তন ছাড়া এটার সমাধান করা সম্ভব নয়। বেদে বালকরা এবং তাদের অভিবাকরা তাদের ছেলের বিয়ের আয়োজনে খুবই খুশি কারন পুত্র বধু হিসেবে যে মেয়েটি তাদের পরিবারে আসবে সে আয় করবে এবং নতুন ভাবে গড়ে ওঠা পরিবারের দায়িত্ব নিবে। বাল্য বিবাহ এবং বিয়ে হওয়া

মেয়েদের উপর আয় করা ও পরিবারের দৈনন্দিন কাজের অতিরিক্ত চাপ থাকায় মেয়ে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহনের সব ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

যাযাবর হবার কারনে বেদেদের স্কুলে যাবার বা শিক্ষিত হবার কোন সুযোগ নাই। বেদেদের প্রথাগত পেশায় বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। কারন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যোগাযোগের উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষ বেদেদের দেয়া সেবা সমূহ আস্ড়ে আস্ড়ে বর্জন করছে। নিরক্ষর তাই বেদেদের অন্য পেশায় আয় করার সুযোগ নেই এবং বাধ্য হয়ে জাতিগত পেশা ছাড়া অন্য কোন ভাবে আয় করতে পারে না। নিরক্ষর তাই বেদেদের ভাল চাকুরী লাভে প্রস্তুতি গ্রহনের জন্য জীবিকার দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহনের কোন সুযোগ নাই। বেদেরা নিরক্ষর তাই আধুনিক দ্রব্য এবং সেবার বাজার সম্পর্কে তাদের ধারণা ও তথ্যে অভিগম্যতা নেই।

বেদেরা প্রকৃতিগতভাবে যাযাবর এবং খুব শীঘ্রই বেদেদের কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী হওয়ার কোন সুযোগ নাই। আবার কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে এই সম্প্রদায়ের জন্য কোন কার্যক্রম শুরু করা কার্যকরী হবে না এবং ইহা খুবই ব্যয়বহুল হবে। তাই তাদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তাদের নৌকার বহরে ভ্রাম্যমান বিদ্যালয় কার্যক্রমই তাদের কাছে শিক্ষার আলো পৌছে দেয়ার সর্বোত্তম উপায় হিসেবে গবেষণার মাধ্যমে প্রমানিত হওয়ায় বর্তমানে একশনএইড বাংলাদেশের সহায়তায় ভ্রাম্যমান বিদ্যালয় বেদে শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বেদে সম্প্রদায়ের নৌকায় ভ্রাম্যমান বিদ্যালয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন

যাযাবর বেদে সম্পদায়ের শিশুরা সারা বছর তাদের বাবা মায়ের সাথে ঘুরে বেড়ানোর কারনে সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিও স্কুলগুলোতে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশে সাক্ষরতার জাতীয় হার প্রায় ৬৫ ভাগ হওয়া সত্বেও বেদেদের মধ্যে সাক্ষরতার হার খুব বেশী হলে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ এবং বেদে নারীদের অবস্থা আরও খারাপ। প্রত্যেক বেদে যাযাবর দলে ১৫-৪০ টি শিশু থাকে। সুতারাং বহরের মধ্যে একটা নৌকায় বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী যেমন বোর্ড, চক, ডাস্টার, স্লেটট, পেন্সিল, মাদুর, বাতি, খেলনা দিয়ে শিশুদের জন্য বিদ্যালয় সাজিয়ে দেয়া হয়। শিক্ষকরা তার সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের সুবিধা মোতাবেক সময়ে শিক্ষা দিয়ে থাকে। সাধারণত শিক্ষক প্রতিদিন সকালে ৪ ঘন্টা শিক্ষাদান করে থাকে। এছাড়া বেদে শিশুদের পিতামাতাদের সমন্বয়ে ভ্রাম্যমান বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয় যারা বিদ্যালয় পরিচালণা সংক্রান্ড় বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ড় গ্রহন করে থাকে। প্রতিটি বহরেই শিক্ষকরা তাদের নিজের নৌকার একটি অংশে শিক্ষাদান করে থাকে।

ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়ের অবস্থান জানার উপায় এবং সুপারভাইজারের ঐ বহরে পৌঁছানোর পথ

প্রতিটি বেদে নৌকা বহর বছরে প্রায় ৯০ টি স্থান পরিবর্তন করে। ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়গুলো যেহেতু বেদে বহরের কোন একটি নৌকায় স্থাপিত তাই বিদ্যালয় বেদে বহরের সাথেই ঘুরে বেড়ায়। এজন্য প্রতিটি ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতি সপ্তাহে প্রকল্প কর্মকর্তার সাথে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। এরা যে স্থানে থাকবে সেখানে পৌঁছেই নিকটবর্তী বাজার থেকে প্রত্যেকে প্রকল্প পরিচালক বা প্রকল্প কর্মকর্তাকে ফোন দিয়ে তাদের অবস্থান ও জায়গার পরিচিতি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। তাদের সুবিধা অসুবিধা ও তাদের আর্থিক ও কৌশলগত সহযোগিতার প্রয়োজনের বিবরণ শিক্ষক ফোনেই জানিয়ে দেয়। এছাড়া প্রকল্প কর্মকর্তার নিকট প্রত্যেক শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য মোবাইল ফোন নম্বরও রয়েছে কারন অনেক বেদেই এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। যার ফলে প্রতি বহরেই এখন দু-একটি মোবাইল ফোন রয়েছে। সুপারভাইজার যখন কোন বহরে যায় তখন এ বহরের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে সে জেনে নেয় যে তারা এখন কোথায় আছে এবং সে মোতাবেক সুপারভাইজার সংশ্লিষ্ট বহরে গিয়ে পৌছায়। এছাড়াও প্রতি শিক্ষকের দ্বায়িত্ব হলো প্রতি সপ্তাহে তাদের অবস্থান জানিয়ে ঢাকা প্রকল্প অফিসে একবার ফোন করা।

বেদে শিশুদের অব্যাহত শিক্ষার সম্ভাবনা ও প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তকরন

ভ্রাম্যমান শিক্ষা কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য দেশের দরিদ্রতম যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষামুখী করে তোলা। শুধু পড়ালেই হবে না একই সাথে বেদে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার অভ্যাসটা গড়ে তুলতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন অব্যাহত শিক্ষা। বেদেদের ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়ের এই শিক্ষাটা হচ্ছে সারা জীবনের শিক্ষার জন্য একটা রিহার্সেল। ভ্রাম্যমান শিক্ষা কর্মসূচীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এখানে বেদে সম্প্রদায়ের ৩–১৪ বৎসরের সকল শিশুরা শিশু বিকাশ থেকে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ড় পড়ালেখার সুবিধা পাচ্ছে তবে দেখা যাচ্ছে এখানে তৃতীয় শ্রেনী পাস করার পর অনেক বেদে শিশুরা বেদে বহর ছেড়ে গিয়ে তাদের বৃদ্ধ দাদা-দাদী বা নানা-নানী বা অন্য আত্নীয়-স্বজন যারা ডাঙ্গায় বেদে পলণ্টী গড়ে তুলেছে অর্থাৎ যে সকল জায়গায় বেদেরা বছরে ২ মাসের জন্য জড়ো হয় সেখানে চলে গিয়ে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ ধরণের একটি বেদে পলণ্টী হলো মুন্সীগঞ্জ লৌহজং-এর পদ্মা তীরের খড়িয়া গ্রাম যেখানে অনেক বেদে জমি কিনে বাড়ীঘর করেছেন এবং ঐ সকল বাড়ীতে প্রাপ্ত বয়স্ক বেদেরা তাদের বৃদ্ধ বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানীকে রেখে যাচ্ছেন যারা আর আয় করতে পারে না। প্রাপ্ত বয়স্ক বেদেদের আয়ের জন্য ঠিকই বছরের ১০ মাস ঘুরতে হচ্ছে কিন্তু অনেকেরই ঐ স্থায়ী বাড়ীতে তারা তাদের ১০-১২ বছরের

সন্ড়ানকে রেখে যাচ্ছেন যাতে তারা সরকারী স্কুলে ভর্তি হয়ে তাদের পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারেন। বেদে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আরও যা করনীয় তা হলো-

- **বেদে ছেলেমেয়েরা যাতে বছরের যে কোন সময়ই সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে তার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। (এখানে উলেণ্ঢখ্য যে, সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ২৮ ফেব্রয়ারীর পর কোন ছেলেমেয়েকে ভর্তি করানো হয় না)।**
- **বেদে ছেলেমেয়েরা যাতে বিদ্যালয়ে কোন রকম বৈষম্যের শিকার না হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষের যথাযথ লক্ষ্য রাখতে হবে।**
- **অন্যান্য সাধারন ছেলেমেয়েদের মত বেদে ছেলেমেয়েরাও যাতে সরকার ঘোষিত সমস্ড় প্রকার সুযোগ সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করা। যেমনঃ বিনামূল্যে বই, উপবৃত্তি।**

উপসংহার

প্রচলিত অর্থে লেখা-পড়া শেখানোর চেয়ে শিশুকে শিক্ষার আনন্দ আস্বাদন করতে শেখানোই এর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। এমন শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ যার মাধ্যমে শিশু আনন্দে শুধু লিখতে পড়তেই পারবে না বরং অনেক মানবিক ও সামাজিক গুন সমৃদ্ধ হয় এবং পড়ালেখা চালিয়ে যাবার জন্য অত্যন্ড় আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। যাতে তারা ভবিষ্যতে সুনাগরিক ও সমাজের ভালো মানুষ হিসেবে বড় হয়ে ওঠার ভিত্তি এখান থেকে পেয়ে যায়। সমাজের সকলের ও বিশেষ করে মা বাবার সক্রিয় অংশগ্রহন এর প্রধান উপজীব্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিটি শিশুর শিক্ষায় যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে তা বেদে শিশুদের বেলায় ও প্রযোজ্য হতে হবে। আর তা করতে পারলেই একটি মোবাইল স্কুল স্থাপন, পরিচালনা এবং তাকে টিকিয়ে রাখা খুব কঠিন হবেনা। এর মাধ্যমে শুধু বেদেদের নিরক্ষরতা দূরই নয়, দেশে একটি শিক্ষিত ও সমাজ-সচেতন বেদে জনগোষ্ঠীও তৈরী হবে।

এতক্ষন ধৈর্য ধরে আমাকে শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।